ত্রিপুরা সরকার

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর

"গ্রামীণ ক্রীড়া ২০১৬-১৭"

সকলের জন্য ক্রীড়া

নির্দেশিকা

সত্যমেব জয়তে

সহিদ চৌধুরী

মন্ত্রী
যুব-বিষয়ক ও ক্রীড়া, সংখ্যালঘু কল্যাণ
এবং শ্রম দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা
টেলি ও ফেক্স : ০৩৮১-২৪১ ৪০০৭ (অ)
ফোন : ০৩৮১-২৩২ ৭৭৪২ (বা)
e-mail : sahidchoudhuri@gmail.com

বার্তা

ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর ও ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় সারা রাজ্য জুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, ওয়ার্ড, নগর পঞ্চায়েত, পুরসভা, পুরনিগম, ব্লক, মহকুমা এবং জেলাস্তরে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল, রাজ্যের গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত সকল অংশের মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎসবের আবহে একটি সার্বজনীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। পাশাপাশি, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিভাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ্‌দের খুঁজে এনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সাফল্যলাভের সম্ভবনাকে উৎসাহিত করাও এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশে গ্রামীণ খেলাধূলার আয়োজন এবং উন্নয়ন সাম্প্রতিক সময়ে ভীষণভাবে উপেক্ষিত। এর ফলে দেশের প্রতিভাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ্‌দের গ্রামস্তর থেকে তুলে এনে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে দেশের মান-সম্মান বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগটুকু আজ অপ্রত্যাশিত এবং অনভিপ্রেত সংকোচনের মুখে। বর্তমান সময়ে যেখানে উচিত ছিল আরো ব্যাপক অংশের মানুষকে খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত করা, সেখানে এই মারাত্মক নেতিবাচক প্রবনতা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। তাই এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও ভবিষ্যৎ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের

সম্ভাবনাকে ফলপ্রসু করে তুলতে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই বছর থেকে চালু করেছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৬৯ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আমাদের দেশে প্রকৃত অর্থে জাতীয় ক্রীড়া ও যুব নীতি আজও সঠিকভাবে প্রণয়ন হয়নি। কিন্তু ১৯৯৭ সালেই রাজ্য সরকার একটি সুসংহত ক্রীড়া ও যুব নীতি প্রণয়ন করে, যার মূল উদ্দেশ্য হল - **''সকলের জন্য ক্রীড়া''**। এই নীতির মূল লক্ষ্য হল, রাজ্যের মানবসম্পদের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য গঠন এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের সুস্থ সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ক্রীড়া প্রতিভার সফল অন্বেষণের পাশাপাশি শান্তি-সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের সকল অংশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সার্বিক সহযোগিতায় এই বিপুল ক্রীড়া কর্মযজ্ঞ সর্বাত্মক সুন্দর ও সফল হয়ে উঠুক।

সহিদ চৌধুরী
মন্ত্রী
যুব-বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

● গ্রামীণ ক্রীড়া ২০১৬-১৭ ঃ

প্রতি বছরই যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে থাকে। এই বছর রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্যান্য খেলাধূলার আয়োজনের পাশাপাশি একটি অন্য ধাঁচের গ্রামীণ ক্রীড়ার আয়োজন করা হবে, যদিও সেখানে শহরাঞ্চলের খেলোয়াড়দেরও অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

যে লক্ষ্যে এই গ্রামীণ ক্রীড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার, তাতে সকল অংশের জনগণকে খেলার মাঠে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কাউন্সিল থেকে শুরু করে ব্লকস্তর, মহকুমাস্তর এবং জেলাস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েদের এবং বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাসহ সকলকে নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজসেবা, শান্তিশৃঙ্খলা ও দেশাত্মবোধের মানসিকতা অর্জন করে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

গ্রামীণ ক্রীড়া, ২০১৬-১৭ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার সর্বমোট ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং বরাদ্দকৃত ৫ কোটি টাকা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর কর্তৃক ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদকে হস্তান্তর করা হয়েছে। গ্রামীণ ক্রীড়ায় বিভিন্ন খাতে খরচের হিসাব নিম্নরূপ :

❑ পরিচালনা বাবদ খরচ	:	২,৮৫,৬৪,৯৯০ টাকা
❑ ক্রীড়া সামগ্রী বাবদ খরচ	:	১,৩১,৯৫,৮৫০ টাকা
❑ অন্যান্য খরচ	:	৮২,৩৯,১৬০ টাকা
❑ মোট	:	**৫,০০,০০,০০০ টাকা**

● গ্রামীণ ক্রীড়া উপলক্ষ্যে যে সমস্ত ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করা হবে সেগুলি হল :

১) ফুটবল, ২) ফুটবল গোল নেট, ৩) ভলিবল, ৪) ভলিবল নেট, ৫) দড়ি (টাগ-অফ- ওয়ার), ৬) জার্সি এবং প্যান্ট, ৭) ট্রফি, ৮) ফুটবল বুট, ৯) ফুটবল মোজা, ১০) ফুটবল সিনগার্ড, ১১) ফ্লেগ, ১২) স্টপ ওয়াচ্, ১৩) গার্ডেন আম্ব্রেলা, ১৪) বিট ড্রাম ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে সমস্ত ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ক্রীড়া পর্ষদ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়েছে এবং যথাসময়ে নির্ধারিতস্তরে প্রতিযোগিতার পূর্বে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, স্কুল এডুকেশন দপ্তর, টি.টি.এ.এ.ডি.সি., পঞ্চায়েত দপ্তর, পি.আর.আই. বডিস্, আরবান বডিস্, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এবং ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সার্বিক সহযোগিতায় এই খেলাধূলা সুসম্পন্ন করতে হবে।

- **গ্রামীণ ক্রীড়া পরিচালনা করার মূল দায়িত্বে থাকবে :**
  - ❑ ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড
  - ❑ ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ

- **গ্রামীণ ক্রীড়া চারটি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে :**

১ম স্তর : গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কাউন্সিল/ওয়ার্ড (আরবান)

২য় স্তর : ব্লক স্তর / আরবান বডিস্

৩য় স্তর : মহকুমা স্তর (আন্তঃ ব্লক)

৪র্থ স্তর : জেলা স্তর (আন্তঃ মহকুমা)

প্রতিটি স্তর থেকে বিভিন্ন খেলায় নির্বাচিত খেলোয়াড়রা পরবর্তী পর্বের খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

- **বিভিন্ন স্তরের গ্রামীণ ক্রীড়ার নির্দ্ধারিত সময় নিম্নরূপ :**

স্তর(লেভেল)		তারিখ
ক)	গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কাউন্সিল/ওয়ার্ড	❑ ২৯ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল, ২০১৭ইং
খ)	ব্লক স্তর	❑ ১৮ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল, ২০১৭ইং
গ)	মহকুমা স্তর	❑ ২৫ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০১৭ইং
ঘ)	জেলা স্তর	❑ ৩ মে থেকে ৫ মে, ২০১৭ইং

❑ ব্লক ও মহকুমা ভিত্তিক মাস্ পিটি প্রতিযোগীতা : ২০ মে থেকে ৭ জুন, ২০১৭ইং